পারফেক্ট প্যারেন্টিং

আদর্শ সন্তান গড়ার গাইডলাইন

মাওলানা জহিরুল ইসলাম
মুহাদ্দিস, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম ভৈরব (কমলপুর)

সংকলন
সাইফুর রহমান
জামেয়া দারুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়া, চট্টগ্রাম

নিরীক্ষণ
সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

প্রকাশনায়
পথিক প্রকাশন
[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

পারফেক্ট প্যারেন্টিং
মাওলানা জহিরুল ইসলাম

প্রকাশক : মো. ইসমাইল হোসেন

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন
১১ ইসলামি টাওয়ার, ৩য় তলা, দোকান নং- ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল: ০১৯৭৩-১৭৫৭১৭, ০১৮৫১-৩১৫৩৯০
www.facebook.com/pothikprokashon
Email: pothikshop@gmail.com

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২২ ইং

২১ শে বইমেলা পরিবেশক : প্রীতম প্রকাশ

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com
wafilife.com
pothikshop.com
hoqueshop.com
islamicboighor.com
bookriver.com
ruhamashop.com
raiyaanshop.com

মূল্য: ২৪০/-

অর্পণ

আমার শ্রদ্ধেয় বড় বোনকে। মায়ের পরে যদি আমাকে মায়ের মতো কেউ ভালোবেসে থাকে সে হলো আমার একমাত্র 'বড় বোন'। এই বইটি দেখে যে সবচে' বেশি খুশি হতো সে আজ বেঁচে নেই।

এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু আখিরাতে তাঁর জন্য হাসানাহ্ কামনায়।

-সাইফুর রহমান

দুআ ও অভিমত

কালের সংস্কারক, নমুনায়ে আসলাফ মাওলানা জহিরুল ইসলাম হাফিজাহুল্লাহ-এর দুআ ও অভিমত

আমার প্রিয় ছাত্র মাওলানা সাইফুর রহমান। সে সন্তান লালন-পালন বিষয়ক আমার গুরুত্বপূর্ণ বয়ানগুলো একত্রিত করে লিখে গ্রন্থাকারে রূপ দিয়েছে। আশা করছি এই গ্রন্থটি দ্বারা বেশুমার ফায়দা হবে।

প্রতিটি মা-বাবা যদি তাদের সন্তানদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটিকে গাইডলাইন হিসেবে বেছে নেয়, তাহলে আমার বিশ্বাস পরবর্তী প্রজন্ম একটি আদর্শ প্রজন্ম হিসেবে গড়ে ওঠবে। পিতা-মাতা আদর্শ সন্তান এবং দেশ ও জাতি একদল আদর্শ নাগরিক উপহার পাবে। গ্রন্থটি ব্যাপক সমাদৃত হওয়ার আশা করছি।

আমি সংকলক, প্রকাশক এবং এই কাজে যারা সহযোগিতা করছে তাদের জন্য দুআ করি, আল্লাহ যেন তাদের উত্তম বিনিময় দান করেন। উক্ত গ্রন্থটি তাদের, আমার ও আমাদের সন্তানদের এবং পাঠক-পাঠিকাসহ সকলের হেদায়াত ও নাজাতের উসিলা বানান। আমিন।

মাওলানা জহিরুল ইসলাম
মুহাদ্দিস, জামিয়া ইসলামিয়া দারুস উলুম ভৈরব (কমলপুর)

মাওলানা জহিরুল ইসলাম হাফিজাহুল্লাহু-এর সংক্ষিপ্ত জীবন ও কর্ম

মাওলানা জহিরুল ইসলাম। বহুমাত্রিক গুণের অধিকারী একজন খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ী থানার অন্তর্গত সানারবাগ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১০ ই ডিসেম্বর ১৯৭৯ ইং সনে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি স্কুলের পড়াশোনা চুকিয়ে এসেছেন মাদরাসায়। তারপর মাদরাসায় পড়েছেন দীর্ঘকাল। তাকমিল শেষ করেছেন ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত জামিয়া ইমদাদিয়া দারুল উলুম মাদ্রাসায়, এবং সবশেষে সুনামের সাথে তাখাসসুস ফিল আদব সমাপ্ত করেছেন জামিয়া আবু বকর ঢাকাতে। বর্তমানে জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম ভৈরব (কমলপুর)-এ মুহাদ্দিস হিসেবে খিদমতে রত আছেন।

হযরত ছাত্রজীবনেই একজন আল্লাহ ওয়ালার সোহবত পেয়ে যান। হযরতের শাইখ হলেন শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব রহ.-এর বিশিষ্ট খলিফা আরেফবিল্লাহ শাহ আবদুল মতীন বিন হুসাইন দা.বা.। তিনি এই মহান বুজুর্গের নিকট দীর্ঘ সাধনা করে দু'জাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ আল্লাহর মারেফত লাভ করেন। এবং একপর্যায়ে তাঁর নিকট থেকে খেলাফত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন।

তিনি জীবনের প্রতিটি ধাপ ডিঙিয়ে খ্যাতির শীর্ষ চূড়ায় দাঁড়িয়ে বিশ্ববাসীকে জানান দিয়েছেন, তাকওয়া এবং সাধনার বরকতে সব অসাধ্য বাধ্য হয়ে পোষ্য জন্তুর মতো পোষ মানে।

হযরত চলমান যুগের পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত। তিনি বিজ্ঞ ডাক্তারের মতো মানুষ ও সমাজের ব্যাধি খুব সহজেই ধরতে পারেন এবং এর সঠিক চিকিৎসাও দিয়ে থাকেন। তিনি একজন চিন্তাশীল বিজ্ঞ আলেম।

বর্তমান যুগে আমাদের হযরত পূর্ববর্তী আসলাফদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি একজন নমুনায়ে আসলাফ। তাঁর আমল-আখলাক, ইখলাস-লিল্লাহিয়াত, চিন্তা-চেতনা, লেনদেন, দুনিয়াবিমুখতা, আত্মমর্যাদা রক্ষা, হুকুকুল্লাহ ও হুকুকুল ইবাদের প্রতি গুরুত্ব, মানুষের প্রতি দরদ, ইলম ও আমলের খেদমত, ছাত্র তৈরির ফিকির সবকিছুতে তিনি যেনো আমাদের আসলাফদের প্রতিচ্ছবি।

তালেবে ইলমদের নিয়ে হযরতের অনেক আশা, অনেক ফিকির। একেকজন তালিবে যেনো আশরাফ আলী থানভী, হাফেজ্জী হুজুর, শামসুল হক ফরিদপুরী রহ.-দের মতো হয় সর্বদা এই চেষ্টা ও ফিকিরে মগ্ন থাকেন।

ছাত্রদের গড়ে তোলা এবং সাধারণ মানুষদের দ্বীন শেখানোর উদ্দেশ্যে তিনি নিজের জীবনকেই ওয়াকফ করে দিয়েছেন।

তিনি রাসুলের আখলাক আঁকড়ে ধরে মানুষদের দ্বীন শিখাচ্ছেন। তাঁর আমল-আখলাক, কথা-বার্তা, চলা-ফেরা, আচার-ব্যবহার সবাইকে আকৃষ্ট করে। এজন্যই মানুষ তাঁর স্বচ্ছ পানপাত্র থেকে খোদাপ্রেমের অমীয় সুধা আহরণের জন্য দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসে।

তিনি একেবারেই দুনিয়াবিমুখ। তিনি নিজের জান-মাল, সময় ব্যয় করে শুধু আল্লাহর নিকট বিনিময় পাওয়ার আশায় মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন।

হযরত নিজের আত্মমর্যাদা খুব সতর্কতার সাথে ধরে রাখেন। নিজের আত্মমর্যাদাবোধ নষ্ট হবে এমন কোনো কাজে তিনি পা বাড়ান না। তিনি কোনো দুনিয়াদারদের সামনে, দুনিয়ার টাকা-পয়সার সামনে নিজের ব্যক্তিত্বকে বিলিয়ে দেন না।

আল্লাহ তায়ালা হযরতকে আমাদের জন্য আলো রূপে দান করেছেন। তিনি হৃদয়ের ব্যথা, মুখের কথা, চিন্তার ফসল দিয়ে, পুণ্যাত্মার সান্নিধ্য দিয়ে আমাদেরকে হিদায়াতের পথ দেখিয়েছেন। জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, গন্তব্য ও জীবনের মূল্যবোধ বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমাদের মানবীয় গুণাবলির আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর হাতের পরশে হাজার-হাজার পথভোলা মানুষ পাচ্ছে সঠিক পথের সন্ধান।

আল্লাহ হযরতের হায়াতে বরকত দান করুন। তাঁর খেদমতগুলো কবুল করুন। তাঁর উসিলায় মানুষের হেদায়াতের পথ আরও সুগম করে দিন।

-সাইফুর রহমান

সংকলকের কৈফিয়ত

সন্তান মহান আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে অমূল্য নিয়ামত এবং পিতা-মাতার নিকট আমানত। এই নিয়ামত প্রাপ্তির সৌভাগ্য সবার হয় না। অনেকে এই নিয়ামত পেয়ে সৌভাগ্যবান পিতা-মাতা হয়; কিন্তু তারা খোদাপ্রদত্ত এই নিয়ামতের মূল্য-মর্যাদা অনুধাবন করতে পারে না। আল্লাহ্র এই আমানত রক্ষা করতে পারে না।

সন্তানকে যেভাবে ইচ্ছা লালন-পালন করতে থাকে। যার ফলে এই নিয়ামত এক সময় তাদের ওপর কাল হয়ে দাঁড়ায়। তাদের অশান্তির কারণ হয়ে যায়। পিতা-মাতা এতো কষ্ট করে সন্তানকে ছোট থেকে বড় করে তুলে, কিন্তু সন্তান কীভাবে? কোন কারণে খারাপ হয়ে যায়? শুধু এইটুকু না জানার কারণে পিতা-মাতার সবটুকু কষ্টই বৃথা যায়।

হাদিস শরিফে এসেছে, 'প্রতিটি সন্তানই ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে।' অর্থাৎ সে কাঁচা মাটির মতো থাকে। তাকে যেভাবে তৈরি করবেন, যেভাবে গড়ে তুলবেন সে সেভাবেই তৈরি হবে, সেভাবেই গড়ে উঠবে। সন্তান ভালো হয় পিতা-মাতার একটু চেষ্টা ও সতর্কতার মাধ্যমে এবং সন্তান খারাপ হয়ে যায় পিতা-মাতার অবহেলা ও অসতর্কতার কারণে। আমি বলবো, সন্তান খারাপ হওয়ার পিছনে একমাত্র দায়ী পিতা-মাতা। পিতা-মাতার অসতর্কতার কারণেই সন্তান খারাপ পথে চলে যায়।

প্রতিটি পিতা-মাতার কর্তব্য সন্তান লালন-পালনের সঠিক পথ ও পদ্ধতি জানা এবং সেই অনুযায়ী সন্তানদের গড়ে তোলা।

আপনি কি এমন সন্তান চান না, যে কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে আপনার ব্যাপারে আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ করে আপনাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে? নাকি এমন সন্তান চান, যে আপনার বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে মুকাদ্দামা দায়ের করে আপনাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে?

সিদ্ধান্ত আপনার হাতে। সময় থাকতে আপনার সন্তানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিন। যদি চান আপনার আখেরাত সুন্দর ও সুখময় হোক তাহলে এই বইটি আপনার জন্য। এই বইটি আপনাকে অবশ্যই পড়তে হবে এবং আপনার সন্তানকে এই বইয়ের আদলে একজন আদর্শ সন্তান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

সন্তান কীভাবে খারাপ হয়ে যায়? কেনো পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ে যায়? সন্তান খারাপ হয়ে গেলে কী ক্ষতি? কীভাবে সন্তান সৎ হবে? কীভাবে তাকে আদর্শ

ব্যক্তিত্ব হিসাবে গড়ে তুলতে হবে? সন্তান ভালো হলে ফায়দা কী? গর্ভবতী অবস্থায় করণীয়। প্রকৃত পিতা-মাতা কেমন হবে? মেয়ে সন্তান লালন-পালনের পথ ও পদ্ধতি। এরকম আরও অনেক বিষয় নিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বই 'পারফেক্ট প্যারেন্টিং'।

এই বইটি আমার উস্তাদ মাওলানা জহিরুল ইসলাম হাফিজাহুল্লাহর বয়ানসমগ্র থেকে সন্তান লালন-পালন বিষয়ক বয়ানগুলো সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করেছি। এবং হযরতের পরামর্শক্রমে পাঠকের উপকার হবে বিবেচনা করে অন্যান্য বই থেকেও সন্তান লালন-পালন বিষয়ক কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপস এই বইয়ে সংযুক্ত করেছি। অবশ্য এক্ষেত্রে রেফারেন্স উল্লেখ করে দিয়েছি।

হযরত যে দরদ ও ব্যথা নিয়ে নসিহত করেন। তাঁর বয়ানে যে আছর, যে নূর ও প্রাণ, যে রূহানিয়াত ও লিল্লাহিয়াত তা আমি কোথায় পাবো? তাই দুআ করি আল্লাহ যেনো হযরতের কথার আছর ও রূহের ফয়েয এই অনুলিখনেও দান করেন।

বইটি নির্ভুল রাখতে চেষ্টা করেছেন মুহাম্মদ হাফিজুল্লাহ, ইলিয়াস আহমাদ নোমানী এবং হেদায়াতুল্লাহ আজিমসহ বিভিন্নভাবে আরও যারা তাদের মূল্যবান সময় দিয়ে নিঃস্বার্থে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন।

এই বইয়ের সকল ভালো আল্লাহর পক্ষ থেকে আর সকল মন্দ আমার পক্ষ থেকে। আল্লাহ আমার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করুন এবং এই বইটি কবুল করুন। এবং এই বইটির উসিলায় প্রতিটি মানুষের বিশেষ করে প্রতিটি পিতা-মাতার বিবেককে খুলে দিন।

বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন দেশের অভিজাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'পথিক প্রকাশন'। আমি তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। আল্লাহ তাদের খেদমতগুলো কবুল করুন।

সাইফুর রহমান
ভৈরব বাজার, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ
২৫/১২/২০২১ ইং

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় ১৫
অবাধ্য সন্তানের যন্ত্রণা অসহ্যনীয় ১৫
উভয়ের তিনটি ক্ষতি ১৫
সন্তান-সন্ততি পরীক্ষাস্বরূপ ১৬
দায়িত্বশীলতা এবং জবাবদিহিতা ১৭
জন্মদাতা পিতাকে বললো 'কর্মচারী' ১৮
সন্তান যখন ডাক্তার হলো ১৯

দ্বিতীয় অধ্যায় ২১
সন্তানকে সৎ বানানোর উপকারীতা ২১
নেক সন্তান রেখে যাওয়ার ফযিলত ২১
তিন তিনটি উপকার ২১
সন্তানের অর্জিত উপকার ২২
স্বার্থের জন্য হলেও সন্তানদের সৎ বানিয়ে যান ২২
আমাদের আশা যদি এমন হতো ২৪
সন্তানের চরিত্র রক্ষা করা ফরয ২৫
ইনকামের জোয়ারে ভেসে চলছি ২৫
যে নেশা অত্যন্ত ভয়াবহ ২৬
সন্তানকে সৎ বানিয়ে যান ২৭
খুব আপনজনকেও ভুলে যায় ২৯
আসল ঠিকানা ৩০
বেলা ফুরাবার আগে ৩১
আজরাইল আলাইহিস সালাম-এর নোটিশ ৩২

তৃতীয় অধ্যায় ৩৩
আদর্শ সন্তান গড়ার ভিত্তিসমূহ ৩৩
সৎ সন্তান কামনা ৩৩
মায়ের একটি মন্দ কর্মের প্রভাব ৩৪
সন্তানের মাঝে পিতা-মাতার চরিত্র ৩৫
নেককার পিতা-মাতার সন্তান ৩৬
আবদুল কাদির জিলানী রহ.-এর পিতা-মাতা ৩৭

চতুর্থ অধ্যায়..৪৩
গর্ভকালীন সময়ে করণীয় ও বর্জনীয় এবং সন্তান লাভের দুআ ও আমল....৪৩
গর্ভ হেফাজতের আমল ৪৪
সন্তান যখন গর্ভে ৪৫
মায়ের কর্মের প্রভাব সন্তানের উপর..৪৫
একচিমটি পনিরের প্রভাব..৪৫
গর্ভাশয় অবস্থায় গর্ভবতী নারীর সর্তকতা ৪৬
ভালো কাজ করা এবং মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকা ৪৭
সন্তান ভালো চরিত্র হবার জন্য করণীয় ৪৮
নেক সন্তান লাভের আমল..৪৮
পুত্র সন্তান লাভের আমলসমূহ..৪৯
সুন্দর সন্তান জন্ম নেয়ার পদ্ধতি ৫১
সুন্দর-সুশ্রী বাচ্চা জন্ম নেয়ার খাদ্য ৫১
সিজার চরম অভিশাপ ৫২
সহজে প্রসব হওয়ার আমলসমূহ..৫২

পঞ্চম অধ্যায় ৫৪
পিতা-মাতার ওপর নবজাতকের ৫ টি হক..৫৪
সন্তানের হক আদায় না করার পরিণতি ৫৫
শিশুর শারীরিক ও স্বাস্থ্যগত পরিচর্যা ৫৬
শিশুকে দুধ পান করানোর আদব..৫৮
শিশুকে দুধ ছাড়াবার কৌশল ৫৯
বদনজর থেকে শিশুকে মুক্তকরণ..৬০

ষষ্ঠ অধ্যায়..৬১
পিতা-মাতা যেমন হবে সন্তান তেমনই হবে..৬১
সন্তান সং বানানোর জন্য দুআ করা..৬২
মানুষকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা ৬৪
শাইখুল হাদিসকে যেভাবে গড়ে তোলা হয়েছিলো......................................৬৪
সন্তান থেকে হিসাব নেয়া ৬৫
সন্তানকে দ্বীনের বুঝ শিক্ষা দেয়া ৬৫
সন্তানকে নামাজি হিসেবে গড়ে তোলা ৬৫
সন্তানের শিক্ষা বিষয়ক কথা ৬৬
সন্তানকে ইলমে দ্বীন শেখানোর উপকারিতা ৬৭

শিক্ষার উদ্দেশ্য..৬৮
শিক্ষার পাশাপাশি দীক্ষাও দিতে হয়... ৬৯
শিক্ষার ফলাফল দেখতে হবে চলাফেরা থেকে................................. ৬৯
পরিবেশের প্রভাব...৭০
শিশুকালে নবিজিকে তায়েফে রাখার কারণ ৭০
শৈশবই সন্তানের চরিত্র গঠনের মূল সময়.......................................৭১
সন্তানের আকিদা গড়ার একটি ঘটনা..৭২
শৈশব থেকেই লজ্জার অনুভূতি জাগ্রত করতে হবে..........................৭৩
সন্তানকে সৎ বানানোর তিনটি কার্যকর তরীকা...............................৭৪
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা ৭৫
সন্তানকে দ্রুত বিয়ে দেওয়া ৭৬
বিবাহের পূর্বে সন্তানকে স্বামী-স্ত্রীর হক জানানো............................. ৭৬
সন্তানকে সৎ বানানোর আমল...৭৭
সন্তানকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী বানানোর রূপরেখা ৭৭
সন্তানকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী বানানোর চল্লিশটি মূলনীতি ৮০
যে সকল বিষয় সন্তানের জন্য ক্ষতিকারক ৯২
শিশুর মানসিক পরিচর্যা ৯২
সন্তানের কর্ণ হোক গানের আওয়াজ মুক্ত...৯৪
শিশু সন্তানের চোখ ও কানের কার্যক্ষমতা.. ৯৫
ঘর টেলিভিশন ও গান মুক্ত রাখুন.. ৯৫
কার্টুন ছবি পাশ্চাত্যদের সূক্ষ্ম ফাঁদ ৯৬
গেমস এক প্রকার নেশা..৯৭
সন্তানের হাতে মোবাইল দিবেন না ৯৮
ফেসবুক ও ইন্টারনেটের ক্ষতি ৯৮
সন্তান মানুষ না হবার কারণ ৯৯
আমরাই সন্তানদেরকে কাপুরুষ বানিয়ে দিচ্ছি.................................. ১০০
মোবাইল : ক্ষতি ও ব্যর্থতা.. ১০০
মোবাইল পারিবারিক সম্প্রীতি কেড়ে নিয়েছে...................................১০১
সন্তানদের সামনে সিগারেট খাওয়া উচিত নয় ১০১
সন্তানদের সামনে খালি গা হওয়া ঠিক নয় ১০২
প্রাপ্ত বয়স্ক দুই সন্তানকে একসাথে ঘুমাতে না দেওয়া.........................১০২
ছেলে-মেয়ে যেন একসাথে খেলাধুলা না করে................................ ১০৩
খারাপ ছেলের সংস্রব থেকে দূরে রাখুন...১০৩

সহশিক্ষা চরিত্র নষ্টের হেতু.....১০৪
সম্পর্কের ক্ষতি.....১০৫
নেশা করার হেতু.....১০৫
হারাম মাল খাওয়ার পরিণতি.....১০৫
অতি আদর ও অতিরিক্ত শাসনের ক্ষতিসমূহ.....১০৬
অতিরিক্ত শাসন ও প্রহারের ক্ষতিসমূহ.....১০৭
শাসন করার পদ্ধতি ও মাসায়েল.....১০৭
অধিক বিলাসিতা সন্তানের মন-মানসিকতা খারাপ করে দেয়.....১০৮
সন্তানদের নিয়ে আমাদের ভাবনা.....১০৯

সপ্তম অধ্যায়.....১১৩
সফল মা এবং ব্যর্থ মা.....১১৩
আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রাহিমাহুল্লাহ-এর মা.....১১৩
খাজা মইনুদ্দিন চিশতী রাহিমাহুল্লাহ-এর মা.....১১৩
প্রকৃত মা.....১১৪
গ্রামের মা এবং শহরের মা.....১১৪
স্যার সৈয়দ আহমদ খানের মা.....১১৫
বহুরূপী আচরণ.....১১৬
তৎক্ষণাৎ সংশোধন.....১১৬
চাকুরিজীবী মায়ের সন্তান.....১১৭
সন্তান বেশি প্রিয় নাকি স্বর্ণ?.....১১৮
সন্তানকে অভিশাপ দিবেন না.....১১৯

অষ্টম অধ্যায়.....১২০
মেয়ে সন্তান লালন-পালনের পদ্ধতি.....১২০
মেয়ে সন্তান লালন-পালনের ফায়দা.....১২০
মেয়েকে দ্বীন শেখানোর ফায়দা.....১২১
আপনার মেয়েকে একজন আদর্শ মা বানান.....১২১
মেয়েদের লজ্জা দূর করে দিবেন না.....১২১
পর্দাবৃত করে স্কুলে পাঠান.....১২২
যুবকের কাছে প্রাইভেট পড়াবেন না.....১২৩
খারাপ মেয়েদের থেকে দূরে রাখতে হবে.....১২৩
মেয়েদের এভাবে হেফাজত করতে হয়.....১২৪
যে পিতা-মাতা সবচেয়ে বড় জালেম.....১২৪
আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দেখানো পথেই শান্তি.....১২৫

প্রথম অধ্যায়

অবাধ্য সন্তানের যন্ত্রণা অসহ্যনীয়

সন্তান হওয়া যতটা আনন্দ ও খুঁশির বিষয়; তাদের অবাধ্য হওয়াটাও ঠিক ততোটুকুই বেদনা ও কষ্টদায়ক বিষয়। অবাধ্য সন্তানের যন্ত্রণা অসহ্যনীয়। পিতা-মাতার পুরোটা সময় চিন্তা-উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় অতিবাহিত হয়। অবাধ্য সন্তান সে নিজেকেও ধ্বংস করে। পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজনকেও লাঞ্ছিত করে। তার বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে পিতা-মাতাদের খুব গ্লানি সহ্য করতে হয়। সমাজে তার জন্য পিতা-মাতাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে হয়। অবাধ্য ও অসৎ সন্তান শরীরের অতিরিক্ত আঙ্গুলের মতো। না কেটে রেখে দেওয়া হলে দৃষণীয় বা অসুন্দর দেখায়। কেটে ফেলতে গেলে অসহ্য যন্ত্রণা আর ব্যাথা সহ্য করতে হয়। এই সন্তান দুনিয়াতেও ক্ষতি বয়ে আনে। আখেরাতেও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

উভয়ের তিনটি ক্ষতি

পিতা-মাতা সন্তানের হক আদায় না করলে উভয়কেই তিনটি ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। নিম্নে ক্ষতি গুলো উল্লেখ করা হলো—

পিতা-মাতার ক্ষতি

১. সন্তানের হক আদায় না করলে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে অপরাধী হিসেবে গণ্য হবে। সন্তানের গুনাহের অংশীদার পিতা-মাতাও হবে।

২. পার্থিব জীবন নরকে পরিনত হবে। সন্তান পিতা-মাতাকে প্রচুর কষ্ট দিবে। পিতা-মাতা একপর্যায়ে বলতে বাধ্য হবে, সন্তান না হলেই ভালো হতো। বন্ধ্যা হলে বেঁচে যেতাম। এরপর তারা সন্তানের মরণ চাইবে। পিতা-মাতা হওয়া সত্ত্বেও নিজ সন্তানকে বদদুআ দিবে।

৩. পরকালে সন্তান পিতা-মাতার মুক্তির কারণ হবার পরিবর্তে শাস্তি ও দুর্ভোগের কারণ হবে।

সন্তানের ক্ষতি

১. সন্তানকে অনেক পড়াশোনা করানো সত্ত্বেও ইসলামিক দিক-নির্দেশনায় সন্তানকে প্রতিপালন না করলে সে সন্তান মূর্খই থেকে যাবে। পরিণামে মা-বাবার জন্য পথের কাঁটা হবে। মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ইসলামকে হেয়-তুচ্ছজ্ঞান করবে। পরিশেষে খোদাদ্রোহী হয়ে জীবন যাপন করবে। সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করবে। নামে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তার বেশ-ভূষা ও সব কর্মকাণ্ড হবে অমুসলিমদের মতোই।

২. সন্তান অবাধ্য হয়ে যাবে। এর ফলে আল্লাহ তায়ালার শাস্তি ও গজব আসবে। সর্বদা সে মুসিবতে লিপ্ত থাকবে।

৩. পরকালে জাহান্নামে যাবে। খুব কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। সন্তান যথাযথ প্রতিপালন না করা নিজ বংশ থেকে ইসলামকে মূলোৎপাটন ও দুর্বল করার নামান্তর।

পিতা-মাতাকে মনে রাখতে হবে, সন্তানকে যথাযথ লালন-পালন না করলে তারা শুধু নিজেদের জন্য নয় বরং পুরো পরিবার ও সমাজের জন্য ক্ষতির কারণ হবে। তার বংশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মরাও ভুলে যাবে নিজেদের আসল অস্তিত্ব। নিজেদের গৌরবগাঁথা ইতিহাস। এতে করে অমুসলিমদের ন্যায় তাদের দ্বারাও ইসলামের মূলোৎপাটন হতে থাকবে।

সন্তান-সন্ততি পরীক্ষাস্বরূপ

আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন পরীক্ষা, বিপদ-আপদ ও অনুগ্রহ প্রদানের মাধ্যমে বান্দাদেরকে যাচাই করেন। সন্তানও সেই মান যাচাইয়ের একটি অংশ। আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন,

أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

'নিশ্চয়ই তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি পরীক্ষাস্বরূপ।'[১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

[১] সুরা তাগাবুন : ১৫।

'জেনে রাখো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আসলে পরীক্ষার সামগ্রী। বস্তুত আল্লাহ্ তায়ালার নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার।'[২]

আল্লাহ্ মানুষকে বিপদ-আপদ এবং নিয়ামত উভয়ের মাধ্যমে পরীক্ষা করেন। অধিকাংশ মানুষ ভুলে যায়, আল্লাহ্ বিভিন্ন নিয়ামত দিয়েও বান্দাকে পরীক্ষা করেন।

পরীক্ষা শুধুমাত্র কৃতজ্ঞ-অকৃতজ্ঞ পৃথক করাতে সীমাবদ্ধ নয়, কিভাবে পিতা-মাতা নিজ সন্তানকে বড় করেন, সেখানেও পরীক্ষা রয়েছে। তাদেরকে ভালোবাসা দেয়া, ইসলামের সকল বিষয় শিক্ষা দেয়া, জান্নাতের পথে তুলে দেয়া এগুলোও পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

সন্তান অনেক বড় নিয়ামত। আমাদের অবহেলা ও অসচেতনতার কারণে সন্তানরা নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের অবাধ্য হয়। পরবর্তীতে আমরা সন্তানকে দোষারোপ করে থাকি। অথচ আসল দোষ আমাদেরই। আমরাই তো তার সঠিক লালন-পালনে উদাসীন প্রদর্শন করেছিলাম। দোষ তো আমাদেরই।

সন্তান লালন-পালনে পিতা-মাতাকে খুব সচেতন হতে হবে। সন্তান লালন-পালনের সঠিক পদ্ধতি জানতে হবে। সে অনুযায়ী সন্তানকে গড়ে তুলতে হবে।

দায়িত্বশীলতা এবং জবাবদিহিতা

সন্তানকে মানুষ করা পিতা-মাতার অবশ্য কর্তব্য। একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও। সন্তান অসৎ হলে এর জবাব মা-বাবাকেই দিতে হবে।

হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا.

'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমরা প্রত্যেকেই নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আমির দায়িত্বশীল। পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। নারী তার স্বামীর গৃহের ও সন্তানদের দায়িত্বশীল। অতএব,

[২] সুরা আনফাল : ২৮।

> তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। প্রত্যেকেই নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।'[৩]

প্রত্যেকেই নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। প্রত্যেকেই নিজ মেয়ে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে কেন মেয়ে পর্দা করেনি। নিজ ঘরে কেন কুরআন পাঠ হয়নি? নিজ অধিনস্থরা কেন কুরআন তিলাওয়াত করেনি? কেন তারা গান-বাজনা, অশ্লীলতা নিয়ে লিপ্ত ছিলো? কেন তারা সুন্নাহ্ চিনলো না? রাসুলকে কেন তারা পূর্ণাঙ্গরূপে বুঝলো না? কেন নিজ পরিবার ইসলাম অনুযায়ী পরিচালিত হয়নি? প্রত্যেকটি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।

মা-বাবাকেই বলছি, দায়িত্বে অবহেলা করলে নিস্কৃতির কোনো উপায় থাকবে না। দায়িত্ব অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিজেদের দায়িত্ব বুঝুন। সন্তানদের নিজ ইচ্ছেমতো গড়ে তুললে হবে না। ইসলাম আপনাকে কী দায়িত্ব দিয়েছে তা জানতে হবে এবং সে অনুযায়ী সন্তানদের গড়ে তুলতে হবে।

দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে আদায় করলে এবং তাদেরকে সঠিক পথে রেখে যেতে পারলে আপনারাই এর ফল ভোগ করতে পারবেন। সফলতা এবং কামিয়াব আপনাদের পদচুম্বন করবে। সন্তানদের সচ্চরিত্রবান না বানিয়ে শুধু রাশি রাশি টাকা দিয়ে গেলে নিজেরাই ব্যর্থ বলে সাব্যস্ত হবেন। সাথে সাথে সন্তানরাও তো ব্যর্থ হিসেবে পরিগণিত হবেই। এই ব্যর্থতার পরিণাম এতো বিষাক্ত যে, সারা জীবন এই ব্যর্থতার ফল ভোগ করে যেতে হবে।

জন্মদাতা পিতাকে বললো 'কর্মচারী'

গ্রামের এক কৃষক তার সর্বস্ব ত্যাগ করে আপন সন্তানকে বড় শিক্ষিত বানালো। সন্তান বড় শিক্ষিত হয়ে বড় চাকরিও পেলো। এখন সে শহরে থাকে। গরিব মা-বাবা গ্রামে থাকে। একদিন পিতা বিপদে পড়ে ছেলের বাসায় আসলো। তখন সন্তান বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলো। গ্রামের কৃষক, তার পরনে ছিলো পুরাতন পোশাক।

বন্ধু-বান্ধব জিজ্ঞাসা করলো, উনি কে?

ছেলে বড়লোক বন্ধু-বান্ধবদের সামনে পুরাতন কাপড়-চোপড় পরিধান করা একজন কৃষককে নিজ পিতা পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করলো। তাই সে বললো, উনি আমার Servant (সার্ভেন্ট)।

---

[৩] সহিহ বুখারি : ৫০০৫।

পিতা গ্রামের মানুষ। ইংরেজি জানে না। তিনি এই শব্দটি মুখস্থ করে এক শিক্ষিত লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই! 'সার্ভেন্ট' অর্থ কি? এই লোকটি বললো, এর অর্থ কর্মচারী। এই কথা শোনার সাথে সাথে পিতার দু'চোখে পানি এসে গেলো। তিনি বুক ভরা কষ্ট নিয়ে বললেন, যেই সন্তানের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছি, নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছি, আজ সেই সন্তান আমাকে কর্মচারী বলেছে!

সন্তানকে তিনি এতো কষ্ট করে লালন-পালন করেছেন, পড়ালেখা শিখিয়েছেন আর সেই সন্তান তাকে এতো বড় আঘাত দিয়েছে! এই ঘটনা থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত। সন্তানকে শুধু লেখাপড়া করালেই মানুষ হবে না। মানুষ বানানোর জন্য চেষ্টা করতে হবে। তাদেরকে ইসলাম অনুযায়ী সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। তাহলে এই সন্তান কোনোদিন আপনার কষ্টের কারণ হবে না। কোনো দিন আপনাকে কষ্ট দিবে না।

সন্তান অসৎ হলে কষ্টের শেষ নেই। যে কাজ করলে সন্তান অসৎ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে সে দিকে হাঁটতে দেয়া যাবে না। সে কাজও করা যাবে না।

সন্তান যখন ডাক্তার হলো

গ্রাম্য এক লোক জায়গা-জমি বিক্রি করে ছেলেকে ডাক্তার বানিয়েছে। ছেলেকে ডাক্তার বানাতে গিয়ে সে কয়েক লক্ষ টাকা ঋণও করেছে। মোটা অংকের ঋণীও তিনি হয়েছেন। এই ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় ঋণদাতারা তার ঘর-বাড়ি তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকি দেয়।

এই দিকে ছেলে ডাক্তার হয়ে আরেক ডাক্তার মেয়েকে বিবাহ করে অনেক সুখ-শান্তিতেই দিন-রাত পার করছে। এদিকে থেকে পিতা-মাতার কোনো খোঁজ-খবর নেয়ার সময়ও তার কপালে জুটছে না। একসময় পিতা বাধ্য হয়ে ফকিরের মতো ছেলের কাছে গিয়ে বললো, বাবা! তুমি তো সবই জানো, তোমাকে পড়ালেখা করাতে গিয়ে আমি আমার সকল সম্পদ শেষ করে ঋণী হয়ে গেছি। এখন এই ঋণগুলো পরিশোধ না করলে তারা আমার ঘর-বাড়ি ভেঙে নিয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালার জন্য তুমি আমার ঋণগুলো পরিশোধ করে দাও। ছেলে জবাব দিলো, বেশি বাড়াবাড়ি করলে মাসে মাসে যে টাকা দেই এটা দেওয়াও বন্ধ করে দিবো।

আহ! পিতা যেই সন্তানের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছে, নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছে, আজ সেই সন্তান পিতার সাথে এমন ব্যবহার করছে!

এই ঘটনায় আমাদের জন্য মূল্যবান নাসিহা রয়েছে। শুধু লেখাপড়া করালেই সন্তান মানুষ হয় না। আপনি যদি আপনার সন্তানকে দ্বীন শেখান, তাকে এমন প্রতিষ্ঠানে পাঠদান করান যেখানে ধর্মীয় শিক্ষাও দেয়া হয়, শিক্ষার সাথে দীক্ষাও দেয়া হয়, সে আপনাকে কোটি টাকা না দিতে পারলে অন্ততঃ আপনাকে কষ্টতো দিবে না। আপনার পথের তো কাঁটা হবে না। আপনাকে বাবা বলে পরিচয় দিতে কোনোরকম কুণ্ঠাবোধ করবে না। আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা তো করবে না।

সন্তানকে যা-ই বানান প্রথমে তাকে দ্বীন শেখান। তাহলে সে মানুষ হবে। দুনিয়া ও আখিরাতে উপকারে আসবে।